এপার্টমেন্ট বাবল (Bubble) অফ ঢাকা সিটি!!!

স্মৃতির শহরঃ সিডনী থেকে টানা ১৪ ঘন্টা'র জার্নি, প্রথমে এল এ, তার পর আমেরিকান কাস্টমস আর ইমিগ্রেশন এর পালা চুকিয়ে, সেই একই কোয়ন্টাস'এর প্লেন ধরে আরো ৫ ঘন্টা পর জে এফ কে, সব মিলিয়ে মোট ২২ ঘন্টার জার্নি!! মাঝখানে মাত্র ১৬ ঘন্টা, এর মধ্যে মাত্র ছয় ঘন্টা ঘুম, টিটো (বুয়েটের ইলেক্ট্রিকাল'এর টিচার, আলী ইফতেখার) ভাইয়ের বাসায়, উঠেই আবার কানাডা যাত্রা।

টিটো ভাইয়ের বাসা'র কাছে ওয়াইল্ডাঞ্চ ষ্টেশন থেকে লং আইল্যান্ড রেল ধরে সোজা পেন ষ্টেশন। পেন ষ্টেশন'এর উপরেই সেই বিখ্যাত ম্যাডিসন স্কোয়ার গার্ডেন, যেখানে ১৯৭১ সালে অনুষ্ঠিত হয়েছিল 'কন্সার্ট ফর বাংলাদেশ'! ম্যাডিসন স্কোয়ার গার্ডেন'এর পাশেই বাস ষ্টাণ্ড। বাস, ছাড়ার ১০ মিনিটের মধ্যেই লিংকন টানেলে ঢুকে গেল। এক্কেবারে হাডসন রিভারের (এই রিভারেই আমেরিকান এয়ারলাইন্সের প্লেন ল্যান্ড করেছিল) নীচ দিয়ে এই টানেল চলে গ্যাছে নিউ জার্সী।

লিংকন টানেল থেকে বের হয়েই, নিউজার্সী সাইড থেকে, পুরানো অভ্যাশমত বাম দিকে ঘাড় ফিরিয়ে বহুদিনের পরিচিত ম্যানহাটনের স্কাই লাইন'টা কেমন যেন খালি খালি লাগলো। সেই পরিচিত টুইন টাওয়ার আর নেই। কত স্মৃতি জড়িয়ে আছে এই নিউইয়র্ক আর টুইন টাওয়ার ঘিরে!

১৯৮৮ সাল, পোর্টল্যান্ড, অরিগন থেকে সামারের ছুটিতে প্রথম বারের মত নিউইয়র্ক এসেছি, থাকি ব্রংক্স'এ স্কুলের বন্ধু সিজারের সাথে। পরদিন সকালেই চলে আসি ম্যানহাটনে, টুইন টাওয়ার দেখতে,

সঙ্গে বন্ধু লিটু। ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার ষ্টেশন থেকে উপরে বেড়িয়েই দেখি সামনে বিশাল মহীরূহের মত দাঁড়িয়ে আছে, স্বপনের টুইন টাওয়ার।

মনে হলো কবি নজরুল বেঁচে থাকলে হয়তো গান লিখতেন, " আকাশে হেলান দিয়ে দালান ঘুমায় ওই"!!! তার পরের ৫ বছরে কত বন্ধু'কে গাইড হিসাবে নিয়ে এসেছি এই টুইন টাওয়ার'এ।

কোন ল্যান্ডমার্ক দেখতে গেলে তার বিশেষত্ব বা ইতিহাস না জানলে তা দেখা'র অনেকটাই বাকী থেকে যায়। আমি যখন প্রথমবার টুইন টাওয়ারের উপরে উঠি, এলিভেটরের ভিতরে ঢুকে প্রথমেই চোখে পড়েছিল বাংলায় লেখা, 'স্বাগত'! আর তখন এলিভেটরে বর্ননা করা হচ্ছিল এই টুইন টাওয়ার'এর বিশেষত্ব। (একইভাবে ভাল লেগেছিল আইফেল টাওয়ারের একদম উপরে উঠে যখন দেখলাম, "ঢাকার দূরত্ব লেখা")!!

পরবর্তীতে আগ্রহের বশেই, আমি বিভিন্ন বই আর ম্যগাজিন ঘেটে আরো অনেক কিছু জানতে পারি এই টুইন টাওয়ার সম্পর্কে। তার পর থেকে, যখনই আমি অনারারী গাইডের দ্বায়িত্ব পালন করি, তখনই আমি আমার অর্জিত সমস্ত জ্ঞান 'মুক্ত হস্তে দান' করতে থাকি। একবার ঢাকা থেকে আসা আমার এক নিকটাত্মীয়'র বন্ধু'কে টুইন টাওয়ার দেখানোর দ্বায়িত্ব পড়ল আমার ঘাড়ে! এবারও তার ব্যাতিক্রম নয়, টুইন টাওয়ারের উপরের 'অব্জারভেশান ডেকে' আমি আমার গেস্ট'কে সব দৃশ্য বর্ননা করার সময়, দূরে স্টাচু অফ লিবার্টি (পরের ছবিতে আমার বাম হাতের পিছনে) দেখানোর পর সে আমাকে বিজ্ঞের মত প্রশ্ন করেছিল, "আইফেল টাওয়ার'টা কোন দিকে?

আর একটা ঘটনা না বললেই নয়, আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু হান্নান (ব্রিগেডিয়ার জেনারেল হান্নান), ২০০১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে'র প্রথম সপ্তাহে অফিসিয়াল ট্যুর'এ নিউইয়র্কে আসে। ১১ সেপ্টেম্বর'এর ঠিক আগের দিন ১০ সেপ্টেম্বর সকাল ৮-৩০ এর সময়ে সে টুইন টাওয়ার'এ উঠে। আর একদিন পরে হলেই বেচারার খবর হয়ে যেত। এই ঘটনা শোনার পর থেকে আমাদের বন্ধুদের মধ্যে দারুন তর্ক, হান্নান লাকি না আনলাকি! অনেক তর্কের পরে রায় হলো, "হান্নানের ব্যাড লাকটাই খারাপ"!!!

একটানা লং'জার্নি'তে সারা শরীর ব্যাথা হয়ে গ্যাছে, আর জেট ল্যাগতো, চোখের পাতায় ভর করেই আছে। একবার মনে হচ্ছে দূরে কোথায়ও রুনা লায়লা, 'দি রেইন' এর গান গাচ্ছে, "আয়, ঘুম আয়রে", আর একবার মনে হচ্ছে পাশের সীটেই "ঘুম পাড়ানো মাসী পিসী বালিশ হাতে (বাটা ভরা পান'এর জায়গায়, কারন আমেরিকার বাসে'তো আর খোলা জানালা দিয়ে পানের পিক ফেলে নিরীহ পথচারী'কে রাঙ্গিয়ে দেওয়ার সুযোগ নেই, তাই!) বসে আছেন"!

টুইন টাওয়ার'এর উপর থেকে ঐ তো দেখা যাচ্ছে, স্টাচু অফ লিবার্টি, আর স্ট্যাটান আইল্যান্ড, অন্য পাশ থেকে নীচে ব্রুকলীন ব্রিজ, উইলিয়ামস বার্গ ব্রিজ আর...।

স্বপ্ন ভঙ্গের প্রিয় শহরঃ বাসের ঝাকুনিতে হটাৎ দিবা স্বপ্ন ভংগ হয়ে গেল। আর আমি একই সাথে স্বপ্ন থেকে বাস্তবে এবং অতীত থেকে বর্তমানে প্রবেশ করলাম। দেখি বাস ছুটে চলেছে উত্তর দিকে, গন্তব্য টরোন্টো। এই প্রথম বাই রোডে আমেরিকা থেকে কানাডা যাচ্ছি, আর এই প্রথম, আমি গাড়ি চালাচ্ছি না, তাই ভাল করে সব কিছু দেখার সুযোগ পাচ্ছি। এবার আমেরিকা'কে কেমন যেন ম্রিয়মান মনে হচ্ছে, মনে হচ্ছে আমারিকা'র সেই জৌলূষ আর নেই! **আমেরিকা'য় সত্যিই রিসেশান চলছে, যার অশুভ উদ্বোধন হয়েছিল ২০০৮'এ হাউজিং বাবল বার্স্ট এর মধ্য দিয়ে**।

গ্লোবালাইজেশনের দৌলতে, আমেরিকার রিসেশান, বার্ড ফ্লূ ভাইরাস'এর চেয়েও তাড়াতাড়ি ছড়িয়ে পরে সারা পৃথিবীতে (কে যেন বলেছিল, স্বাস্থ্য নয়, ব্যাধি'ই সংক্রামক)! সারা পৃথিবী এই রিসেশানে কাবু হয়ে গেলেও, বাংলাদেশ'কে তেমন কাবু করতে পারেনি (সুকান্ত'র ভাষায়, 'পৃথিবী অবাক তাকিয়ে রয়', ট্রাফিক জ্যাম, লোড শেডিং'এ ছারখার, তবু মাথা নোয়াবার নয়)!! গ্লোবাল রিসেশানের এই সময়ে, বাংলাদেশের 'ইকনমি' কাবু'তো হয়ই নাই, বরং ষ্টেরয়েড' নেওয়া বডি বিল্ডার'দের মতো, দিন দিন গায়ে গতরে অস্বাভাবিক ভাবে বেড়ে উঠেছে এবং এখনো উঠছে!! আর এই বেড়ে উঠার পিছনে **'ষ্টেরয়েড'এর মতো কাজ করছে আমার প্রিয় শহর, ঢাকা'র এপার্টমেন্ট বাবল!!** আমার মতে, এই 'আনহেলথী গ্রোথ', **'ষ্টেরয়েড'এর চেয়ে ক্যান্সারের সাথেই বেশী তুলনীয়,** কারন 'এই আনহেলথী গ্রোথ এবং পার্শ্ব- প্রতিক্রিয়া, ক্যান্সার এর মত, অতি দ্রুত আমার প্রিয় ঢাকা শহর'কে মৃত্যু'র (শহরের ক্ষেত্রে সম্পূর্ন পঙ্গুত্বের) দিকে ঠেলে দিচ্ছে'!

ফাইনান্সিয়াল এডভাইসার হিসাবে, ২০০৮'এ 'ইউ এস হাউজিং বাবল' বার্স্ট এর আগে থেকে শুরু করে, এবং পরবর্তীতে 'ইউ এস হাউজিং বাবল' বার্স্ট এর ফলশ্রুতিতে গ্লোবাল ষ্টক মার্কেট ক্রাশ এর দ্বারা যেহেতু আমি পেশাগত এবং ব্যাক্তিগত ভাবে সরাসরি এফেক্টেড, তাই 'ঢাকা'র এপার্টমেন্ট বাবল' আমি গত দুই বছর ধরে খুবই আগ্রহের সাথে ফলো করতে থাকি। আমি আমার ফাইনান্স, বিজনেস এবং ইঞ্জিনিয়ারিং এর সমস্ত থিয়োরি, প্রাক্টিকাল এক্সপেরিয়েন্স এবং **কমন সেন্স** দিয়ে **ঢাকার এই এপার্টমেন্ট বাবল কতটা সাস্টেইনেবল**, গত দুই বছর ধরে তা বুঝার চেষ্টা করে চলেছি!

আমি প্রায়ই বিভিন্ন বিষয়ে আমার ছোট বেলার বন্ধু তপু (সিডনীর নিউরোলজিষ্ট ডাঃ শরীফউদ্দৌলা) সাথে আলাপ করি। আমি এই বছরের জানুয়ারি মাসে ঢাকা'র আসন্ন এপার্টমেন্ট বাবল বার্স্ট (যা আমার মতে এখন শুধুমাত্র সময়ের ব্যাপার) এর পিছনের কারন, ফলাফল বা পরিনতী এবং পার্শ্ব- প্রতিক্রিয়া (সাইড এফেক্টস, যেমন ঢাকা বস্তত অচল করে দেওয়ার মত পার্মানেন্ট ট্রাফিক জ্যাম) কি রকম ভয়াবহ হতে পারে তা নিয়ে আমার মতামত, বন্ধু তপু'কে বলেছিলাম। আমি আরো বলেছিলাম যে, এই সব প্রপার্টি ডেভলাপারদের নেক্সট মার্কেটিং টার্গেট হবে, প্রবাসীরা। এই বছর এপ্রিলে সিডনী অলিম্পিক পার্কের বৈশাখী মেলায় আমি আর তপু ঘুরে ঘুরে গল্প করছিলাম আর তখনি চোখে পড়ল বিভিন্ন প্রপার্টি ডেভলাপার'দের স্টল! আর সেই মুহূর্তেই আমার বিশ্বাস আরো দৃঢ় হলো যে, **ঢাকা'র আসন্ন এপার্টমেন্ট বাবল বার্স্ট এখন শুধুমাত্র সময়ের ব্যাপার; বস্তুত, "ইটস আ ম্যাটার অফ হোয়েন, নট ইফ"!**

তার পর থেকে প্রায় প্রতিদিনই আমার মনে হয়, খুব বেশী দেরী হয়ে যাওয়ার আগেই আমার মতামত প্রকাশ করা উচিত, যা হয়ত **ভবিষ্যত ক্রেতা'দের (এবং ডেভলাপার'দের'ও) সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করলেও করতে পারে।** একজন সচেতন দেশপ্রেমিক নাগরিক হিসাবে আমি আমার ব্যাক্তিগত মতামত ব্যাক্ত করার চেষ্টা করব (আমার নৈতিক দ্বায়িত্ব হিসাবে)। আমার অনেক প্রপার্টি ডেভলাপার বন্ধু আছেন, এই লেখা পড়ে যারা হয়ত আমার সাথে দ্বিমত পোষন করবেন বা কিছুটা আপসেট ও হয়তো হবেন। তা জানা সত্বেও আমি এই লেখা লিখছি, শুধুমাত্র বিবেকের তাড়নায়। (চলবে)

আমি যেহেতু একজন লাইসেন্সড ফাইনান্সিয়াল এডভাইসার, তাই আইনগত কারনে আমি জানাতে বাধ্য যে, **এটা কোন ফাইনান্সিয়াল এডভাইস নয়, এই লেখা সম্পূর্ন আমার একান্ত ব্যাক্তিগত মতামত**।

নাজমুল আহসান শেখ, ১ সেপ্টেম্বর, ২০১০, সিডনী, Victory1971@gmail.com